দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JAN 27 2000...
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2......

22

বাংলাবাজারে ভর্তি নিয়ে সন্ত্রাস

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তিকে কেন্দ্র করে যে ধরনের সন্ত্রাসের অবতারণা করা হয়েছে কিছু দিন আগেও তা কল্পনা করা কঠিন ছিল। গত রোববার ৩০/৩৫ জন যুবকের একটি দল এই বালিকা বিদ্যালয়ে জোর করে ঢোকে। তাদের মধ্যে পিস্তলধারী যুবকও ছিল। তারা স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রীদের ভর্তির দাবিতে সন্ত্রাসী হামলা চালায়।

দীর্ঘ ৩০ মিনিট ধরে চলা হামলায় একটি রুমে ভাঙচুর করা হয়। একজন কর্মচারীকে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, ১ম, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তির জন্য সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ১০টি ভর্তি ফরম দাবি করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করে। তারই জের হিসেবে রোববারের হামলা।

বিভিন্ন সূত্র থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, সন্ত্রাসীরা ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভর্তির তদবির করে। ছাত্রীপ্রতি ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা তারা নিয়ে থাকে। আরো বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র যুবকরা জগন্নাথ কলেজের ছাত্র এবং স্কুলের প্রধান গেটের সামনেই তাদের আড্ডাখানা। এখন যুবক দেখলেই শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা নাকি ভয়ে-আতঙ্কে চুপ হয়ে যায়। অভিভাবকরাও সন্ত্রাসীদের ভয়ে মুখ খুলছেন না।

রাজধানীতে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য কতটা বেড়ে গেলে একটা বালিকা বিদ্যালয়ে ঢুকে, ভাঙচুর করে এবং বোমা মেরে স্কুল উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে নিরাপদে চলে যায়। এটা নারী ও শিশু নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে কিনা সে বিচারের ভার আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর রাখলাম। আপাতদৃষ্টিতে তারা এলাকার চেনামুখ। ধরাছোঁয়ার বাইরেও নয়। কিন্তু পুলিশ কিছু করেছে বলে আমরা জানতে পারিনি।

একশ্রেণীর অভিভাবকের ভূমিকাও এখানে ন্যক্কারজনক। সন্তানসন্ততির ভর্তির জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনেও তারা পিছপা নন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামধারীরা ভাড়ায় খাটে, এদেশে এটা কোন নতুন খবর নয়। কিন্তু একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ওপর সশস্ত্র হামলা হবে, তা কে ভাবতে পারতো। সব কিছু জানার পরও সূত্রাপুর থানার পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় এবং কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কেন নেয়নি তার জবাব কে দেবে?

বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা আতঙ্কের মধ্যে আছেন। শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা দরকার। স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার, এমপি এবং ঢাকার মেয়র এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারেন বলেই আমাদের ধারণা। হামলাকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। দৃষ্টান্তমূলক কিছু একটা করা না হলে তারা আস্কারা পেয়ে যাবে।